



৪৩-সূরা আয্‌যুহরুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম ।

حَمْدٌ ②

৩। এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআনরূপে (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাজল আরবী ভাষায় নামেল করিয়াছি। যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ④

৫। এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উন্মুল কিতাবে (মূল-গ্রন্থে) আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত, পরম হিকমতপূর্ণ ।

وَأَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَكْتُمُونَ ⑤

৬। আমরা কি (তোমাদিগকে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত রাখিয়া) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হইতে এই মিক্র বর্ণনা করা প্রত্যাহার করিয়া লইব, এই জন্য যে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি ?

لَنَنْصُرِبُ عَنْكُمُ اللَّذَرَ مَعْصِيًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ⑥

৭। এবং আমরা পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠাইয়াছিলাম !

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑦

৮। কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসে নাই, যাহার সহিত তাহারা হাসি-বিদ্রুপ করে নাই ।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑧

৯। এবং শৌর্যে-বীর্যে ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী জাতিকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, এবং (এইভাবে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হইয়াছে ।

فَأَمْكَنَّا أَسَدًا مِنْهُمْ بَطْشًا وَجَعَلْنَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ⑨

১০। এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলিকে মহা পরাক্রমশালী, সর্বভাবনী আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَلَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑩

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শযাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহাতে বহু পথ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলিতে পার,

১২। এবং যিনি মেঘ হইতে পরিমাপমত বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা মৃত্তকায় জীবিত করিয়া তুলি—এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে,

১৩। এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য যিনি নৌকাসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক,

১৪। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পার, অতঃপর তোমরা যখন উহাদের উপর স্থিরভাবে উপবেশন কর, তখন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি ইহাদিগকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, অথচ আমরা ইহাদিগকে আয়ত্যাধীন করিতে সক্ষম ছিলাম না,

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব।'

১৬। কিন্তু তাহারা আল্লাহর জন্য তাহাদের বান্দাদের মধ্য হইতে একাংশকে (শরীকরূপে) নির্ধারিত করিয়াছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৭। তিনি কি তাহারা সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন পুত্র দ্বারা ?

১৮। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহাকে সে রহমান আল্লাহর জন্য উপমা বর্ণনা করিয়া থাকে, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এবং চাপা ক্রোধে সে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে।

১৯। তবে কি (তাহারা আল্লাহর জন্য নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বাক-বিতণ্ডার মধ্যে স্পষ্টভাবে (নিজের) মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারে না ?

২০। এবং তাহারা ফিরিশ্বাসপকে, যাহারা রহমান আল্লাহর বান্দা, নারীরূপে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা কি উহাদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল ? তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষা নিশ্চয়

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑤

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَةً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑥

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑦

لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑧

وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَسُقُطُوتُونَ ⑨

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنِ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ ⑩ مُبِينٌ ⑪

أَمِ اتَّخَذَ مَتَاعًا ابْنَتِي وَاصْطَفَىٰ ابْنَتَيْنِ ⑫

وَإِذَا بُرُءُ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلْآخَرَيْنِ مَسَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ ⑬

أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑭

وَجَعَلُوا الْبَيْتَ الَّذِي هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَا أَنهَدُ زَاخِرَهُمْ سَكَنًا لَّيْسَ لَهُمْ دِينٌ ⑮

লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

২১। এবং তাহারা বলে, 'যদি রহমান আলাহ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের ইবাদত করিতাম না।' এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা কেবল অনুমান করিয়া অবাস্তব কথা বলিতেছে।

২২। আমরা কি ইহার পূর্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন কিতাব দিয়াছিলাম, যাহাকে তাহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে?

২৩। না, বরং তাহারা বলিতেছে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই ধর্ম-পদ্ধতির উপরেই বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণে পরিচালিত আছি।'।

২৪। এবং এইভাবে (হে নবী!) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই যাহার বিজ্ঞানী লোকগণ এই কথা বলে নাই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক ধর্ম-পদ্ধতির উপর বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।'।

২৫। সে (তাহাদের রসূল) বলিল, 'যে ধর্ম-পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছ, যদি আমি উহার চাইতেও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য লইয়া আসি তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে)?' তাহারা বলিল, 'যে শিক্ষাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিতেছি।'।

২৬। অতএব আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। সুতরাং দেখ (নবীর প্রতি) মিথ্যাআরোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি উহা হইতে মুক্ত যাহার ইবাদত করিতেছ তোমরা,

২৮। কেবল তিনি বাতিরেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।'।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢١﴾

أَمْ أَنَسْتَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَبْكُونَ ﴿٢٢﴾

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَكُومًا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

قُلْ أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَاذًى وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾

فَانْتَقْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তিনি তাহার বংশের মধ্যে এই শিক্ষাকে এক স্থায়ী বিধানরূপে প্রবর্তিত করিলেন যেন তাহারা (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

৩০। না, বরং আমি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ক্রমাগত পার্থিব ধন-সম্ভার দান করিয়া আসিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সত্য (কুরআন) এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিল।

৩১। এবং যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতেছি।'

৩২। এবং তাহারা ইহাও বলিল যে, 'এই কুরআন দুইটি নগরীর মধ্যে হইতে কোন মহান বাস্তব উপর নামেন করা হইল না কেন?'

৩৩। তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন করিতেছে? আমবাই তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাহাদের জীবিকা বন্টন করি; এবং তাহাদের কতককে কতকের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতক তাহাদের কতককে অধীনস্থ করিতে পারে। এবং তাহারা যে সম্পদ জমা করে উহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।

৩৪। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আমরা রহমান আল্লাহর অস্বীকারকারীগণের জন্য তাহাদের গৃহগুলির ছাদসমূহ এবং সিঁড়িসমূহ, যাহার উপর দিয়া তাহারা আরোহণ করে, রৌপ্যনির্মিত করিয়া দিতাম;

৩৫। এবং তাহাদের গৃহগুলির দ্বারসমূহ এবং পালঙ্ক সমূহকেও, যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া উপবেশন করে (রৌপ্য নির্মিত করিয়া দিতাম),

৩৬। পরন্তু স্বর্ণনির্মিত করিয়া দিতাম। কিন্তু এই সব কেবল পার্থিব জীবনের সম্পদ। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুকীর্ণের জন্য রহিয়াছে পরজগৎ (এর সুখ-শান্তি)।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَآيَاتٍ فِي عَمَقِهِ لَعَلَّهُمْ يَُرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

بَلْ مَتَّعْتُ قَوْمًا ۖ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣١﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣٢﴾

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّمَّنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا حِزْبًا ۖ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِنَ يَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اسْقَافَاتِ فِتْنَةٍ وَمَعَاجٍ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾

وَلِيُبينَ لَهُمْ آيَاتِهِمْ خُفًّ وَسُرًّ وَأَعْيُنًا يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾

وَرُحُفًا ۚ وَإِن كُنَّا لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِمَتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহর সম্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যায়, আমরা শয়তানকে তাহার উপর নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিই, অতঃপর সে তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইয়া যায়।

وَمَنْ يَفْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (শয়তানরা) তাহাদিগকে সংপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, তাহারা সংপথে চলিতেছে;

وَأَنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এমন কি, যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায় ! (হে শয়তান !) আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকিত ! সে কত মন্দ সঙ্গী !

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ
الْمَشْرِيقَيْنِ فَيَفْسُقُ الْقَرِينُ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) 'আযাবে তোমাদের সকলের শরীক হওয়া আজ তোমাদের আদৌ উপকার করিবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করিয়াছ।'

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। এমতাবস্থায় তুমি কি বধিরগণকে ডনাইতে পারিবে, অথবা অন্ধগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও (পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে) যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে ?

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ
فِي صُلْبٍ مُّبِينٍ ﴿٤١﴾

৪২। অনন্তর যদি আমরা তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লই তবুও আমরা তাহাদের নিকট হইতে নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণ করিব;

فَإِنَّا نَذْهَبُنَ بِكَ فَأَنَّا مِنْهُمْ مُّنتَقِمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। অথবা আমরা তোমাকে সেই বিষয় অবশ্যই দেখাইয়া দিব যাহার প্রতিশ্রুতি আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর ক্ষমতাবান।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। সুতরাং যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে তুমি উহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয় তুমি সরল-সূদৃঢ় পথে আছ।

فَاسْتَقْبِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়; এবং নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَإِنَّكَ لَنُكَرُّكَ وَيُؤْمَرُكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যে সব রসূল পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য এমন মা'বুদ স্থির করিয়াছিলাম, যাহাদের ইবাদত করা হইত ?'

وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا
مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; অতএব সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রসূল।'

৪৮। অতঃপর যখন সে আমাদের নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তো দেশ! তখন তাহারা এইগুলির প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করিতে লাগিল।

৪৯। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন হইতে বড় ছিল না, এবং আমরা তাহাদিগকে আঘাবে ধৃত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

৫০। এতদসঙ্গেও তাহারা (প্রত্যেক বারই) বলিল, 'হে যাদুকর! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা কর, যাহার অসীকার তিনি তোমার সঙ্গে করিয়াছেন (যদি আঘাব উলিয়া যায় তাহা হইলে), নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াত গ্রহণ করিব।

৫১। অতঃপর যখনই আমরা তাহাদের উপর হইত আঘাবকে অপসারিত করিতাম, তো দেশ! তখনই তাহারা অসীকার ভংগ করিত।

৫২। এবং ফেরাউন তাহার জাতির মধ্যে ঘোষণা করিল; 'হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নহে এবং এই সব নহর কি আমার অধীনে প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি তোমরা কি দেখিতেছ না?

৫৩। না, বরঞ্চ আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন, এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না।

৫৪। অতএব কেন তাহার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযেন করা হয় নাই, অথবা কেন তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসে নাই?'

৫৫। এইভাবে সে তাহার জাতিকে হালকা (বৃদ্ধিহারা) করিয়া ফেলিল; ফলে তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী জাতি ছিল।

৫৬। সূত্রাং যখন তাহারা আমাদের দিকে রাগান্বিত করিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ فِيهَا يَضْحَكُونَ ۝

وَمَا يُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ الْكِبْرُ مِنْ أَوْتِهِمْ وَ
أَعَدَّ لَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الضُّرَّادُغُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عِندَ عِنْدَكَ
إِنَّا لَنَهْتَدُونَ ۝

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ ۝

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي
مُلْكٌ وَهَٰذَا الَّذِي تَجْعَلُونَ مِنْ خُذِّي أُنْثَىٰ
تُبْعُونَ ۝

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ ۝ وَلَا يَخَافُ
يُجِبُونَ ۝

فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَكُ مَقْرِنِينَ ۝

فَاَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَ فِيعِينَ ۝

فَلَمَّا أَسْفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৫
(১১)
১১

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত করিয়া দিলাম।

৫৮। এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ করে।

৫৯। এবং তাহারা বলে, ‘আমাদের মা’ব্দ শ্রেষ্ঠ, না সে?’ এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডা স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই অগড়াটে জাতি।

৬০। সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পুরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম।

৬১। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশতা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত।

৬২। এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন; সূতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সম্বন্ধ করিও না, এবং আমার অনুসরণ কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

৬৩। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে (সঠিক পথ হইতে) নিবৃত্ত করিয়া না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৪। এবং ইসা যখন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহসহ আগমন করিল, তখন সে বলিল, ‘আমি তোমাদের নিকট হিকমতের বিষয় নইয়া আসিয়াছি, এবং (এই জন্য আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদিগকে এমন কতক বিষয় শুনিয়া শুনিয়া বর্ণনা করি যাহার সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুসৃত্য কর।

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সূতরাং তোমরা তাহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।’

৬৬। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্য মতভেদ করিতে লাগিল; সূতরাং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য রাখিয়াছে এক কষ্টদায়ক দিনের আশাবের দুর্ভোগ!

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَمًا وَمَثَلًا لِّلْآخِثِينَ ﴿٥٧﴾

وَلَتَأْصُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِذُّونَ ﴿٥٨﴾

وَقَالُوا إِلَهِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَلَدًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ ﴿٥٩﴾

إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦٠﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ فِيكُمْ قَلْبًا إِنَّ فِي الْأَرْضِ لَخَلْقُونَ ﴿٦١﴾

وَرَأَيْتَهُ لِيُطَاعَ فَلَا تَسْتَرِنَ بِهَا وَابْتَغُونَ هَذَا صِرَاطٌ فَتَقْوِيهِ ﴿٦٢﴾

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٣﴾

وَلَبَّيْ جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُنَبِّئَنَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٥﴾

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহারা কেবল নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা অকসমাৎ তাহাদের উপর আপতিত হয়, যখন তাহারা ইহা অনুভবও করিতে না পারে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সেদিন একমাত্র মুহাক্কীপণ বাতীত অন্য বজুরা একে অপরের শত্রু হইবে;

إِلَّا الْآخِلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْتَقِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। (আল্লাহ তাহাদিগকে বলিবেন) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃস্থিতও হইবে না;

يَوْمَئِذٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। (তোমরা এমন) যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছে,

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া জন্মতে প্রবেশ কর।'

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُغْبَرُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহাদের সমস্ত স্বর্ণ নির্মিত রেকাবীসমূহ ও পানপাত্র সমূহ বারবার পরিবেশিত হইবে এবং তথায় তাহাদের মন যাহা চাহিবে এবং যাহাতে নয়নসমূহ তৃপ্তি লাভ করিবে তাহাই তাহাদের জন্য মওজুদ থাকিবে। এবং (বলা হইবে) তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِغُصَّافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَالْكَوَابِ ﴿٧٢﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩। 'এবং ইহাই সেই জন্মাত, তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে — সেই কর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে প্রচুর ফল-মূল রহিয়াছে যাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।'

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। নিশ্চয় অপরাধীগণ দোষের আঘাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

إِنَّ الْمُفْرِجِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহাদের উপর হইতে আঘাব লাঘব করা হইবে না, এবং উহার মধ্যে তাহারা নিরাশ হইয়া যাইবে।

لَا يُفْرَجُهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسَوُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। বস্তুতঃ আমরা তাহাদের প্রতি কোন যত্ন করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই যালেম ছিল।

وَمَا كُنَّا لَنُفْلِحَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং তাহারা চিৎকার করিয়া ডাকিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের শেষ

وَكَاذِبُوا إِلَيْكَ لِتَفْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾

করিয়া দেন ।' সে বলিবে, 'তোমরা দীর্ঘকাল (এখানেই) অবস্থান করিবে ।'

৭২ । (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট সত্য নইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করিত ।'

৮০ । তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়া নইয়াছে ? তাহা হইলে আমরাও (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) দৃঢ় সংকল্প করিয়া নইয়াছি ।

৮১ । তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদের ওস্ত বিঘ্নাবলী এবং তাহাদের ওস্ত পরামর্শগুলি উন্নিতে পাই না ? এইরূপ নহে, বরং আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্বতাসগণ) তাহাদের পাশ্বে বসিয়া লিখিতেছে ।

৮২ । তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহর কোন পুত্র থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হইতাম ।'

৮৩ । আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, আরশের অধিপতি, ঐসব বিষয় হইতে পবিত্র ও মহান, যাহা তাহারা (তাহার প্রতি) আরোপ করিতেছে ।

৮৪ । অতএব তুমি তাহাদিগকে বুঝা বাক-বিতণ্ডা এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ।

৮৫ । এবং তিনিই আকাশও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ, বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী ।

৮৬ । এবং তিনি পরম বরকতের অধিকারী যাহার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুর অধিপতি; এবং নিদিষ্ট সময়ের জ্ঞান একমাত্র তাহারই নিকট; এবং তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

৮৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্ বাতীত যাহাদিগকে ডাকিয়া থাকে, তাহারা শাফায়াত (সূপারিশ) করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না; কেবল সেই ব্যক্তি বাতীরকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে, এবং তাহারা ইহা ভালরূপে জানে ।

لَقَدْ جِئْتُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ لَافِقُونَ ﴿٧٢﴾

أَمْ أَرَأَيْتُمْ أَصْرًا قَاتًا مِمَّنْ هُتِنَ ﴿٨٠﴾

أَمْ يَكْبُتُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨١﴾

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ لَّأَنَّا أَوَّلَ الْعٰدِينَ ﴿٨٢﴾

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾

فَذَرَهُمْ خِلَافُهُمْ وَيَتَّبِعُوا حَتَّىٰ يَلْقَوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٤﴾

هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ'। তাহা হইলে তাহারা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে?

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَيْ
يُؤْفَكُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তাহার (এই রসূলের) এই উক্তি কসম, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না।'

وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সূতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾